দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 04 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গ

দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আগের তুলনায় বাড়ছে। সরকারের শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দও বাড়ানো হচ্ছে, কিন্তু শিক্ষার মান বাড়ছে না আর বাড়ছে না। তাহলে গোড়ায় যে গলদ থেকে যাচ্ছে অথবা কোথাও বড় রকমের যে গলদ রয়েছে তা নিয়ে ভাবনার বিষয় হলেও যাঁদের ভাবার কথা তাঁরাই যেন ভাবছেন না। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের কেবল গোড়ায়ই গলদ নেই, আগাগোড়াই গলদ ও গোলযোগপূর্ণ। ফলে শিক্ষাব্যবস্থা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।

দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গোড়ায় যে গলদ রয়েছে তার কারণে শিক্ষার হার আশানুরূপ বাড়ছে না। যেখানে শিক্ষা যাত্রাপথে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, পদে পদে রয়েছে হাজারো বাধা-বিপত্তি, সেখানে শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন করার কতটুকু অবকাশ রয়েছে সে কথাও ভেবে দেখতে হবে।

গত শুক্রবার একটি পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে যে, রাজশাহী বিভাগের ১০ হাজার গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ফলে ৯ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই অঞ্চলের প্রায় দেড় হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় এখনও রেজিস্ট্রেশন পায়নি।

বর্তমানে দেশে ৩৭ হাজার ৭১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৬০ হাজার। প্রায় প্রতিবছরই বেসরকারীভাবে প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও অনেক ক্ষেত্রেই সরকারী রেজিস্ট্রেশনের অভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম চালাতে বিঘ্ন হয়। কেবল রাজশাহী বিভাগেই দেড় হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠলেও সরকারের রেজিস্ট্রেশনের অপেক্ষায় কার্যক্রম শুরু করতে পারছে না।

জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে স্বল্পতা রয়েছে সে কথা সরকারের শিক্ষা দফতর ওয়াকিফহাল আছে। তা সত্ত্বেও শিক্ষার মান, শিক্ষকদের সংখ্যা ও যোগ্যতা, প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও পরিচালনার কর্মক্ষমতা বিচার-বিশ্লেষণ করেই প্রাথমিক স্কুল রেজিস্ট্রেশন করা হয়। পদ্ধতিটি ভাল হলেও এদেশের শিক্ষা বিস্তার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলোকে সরকারী রেজিস্ট্রেশনের ওপর জোর ও গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের এই সকল স্কুলের মাধ্যমে শিক্ষার গোড়াপত্তন হয় বলেই প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর গুরুত্ব দেয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। কিন্তু গোড়ায় বিস্তর গলদ থাকার কারণেই শিক্ষার হার বাড়ছে না, শিক্ষার মানোন্নয়নও হচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিস্তর প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যথা বিদ্যালয়ের স্বল্পতা, শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষার্থীর স্বল্পতা এবং পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষার উপকরণের অভাব।

আরও উল্লেখ্য যে, দেশে সরকারী প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, শিক্ষকদের সংখ্যাও কম। ইদানীং আরও কিছু নতুন সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। যার কারণে সরকারী ও বেসরকারী সকল শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটছে। এই সঙ্কট সরকারী এক শ্রেণীর কর্মকর্তার আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও স্বার্থান্বেষী মহলের স্বার্থের কারণে ঘটছে বলেই অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার পরও অদ্যাবধি অনেক প্রাথমিক স্কুলে সরকারের দেয়া পাঠ্য পুস্তকের অভাবে পড়াশোনা ছাড়াই ক্লাস চলছে। নতুন বছরে নতুন ক্লাসে উঠেও নতুন বইপত্র হাতে না পাওয়ায় গ্রামাঞ্চলের অনেক শিশুকে স্কুলে পাঠানো যাচ্ছে না বলে অভিভাবকদের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

সরকার শিক্ষা বিস্তারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের আশা করেছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও নানা দুর্নীতি অনুপ্রবেশ করায় আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হচ্ছে না। দেশের অধিকাংশ স্থানে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে শিশু-কিশোর শিক্ষার আলো থেকে যে বঞ্চিত হচ্ছে সে কথা এখন আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড এবং শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ছাড়া আগামী দিনে দেশ-জাতির ভবিষ্যতের কথা ভেবে শিক্ষা বিস্তারের দিকে সরকারকে আরও গভীরভাবে পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সকল অন্তরায় রয়েছে তা দূর করা আজ আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কারণ প্রাথমিক শিক্ষাকে অবহেলা করার অর্থই হচ্ছে উচ্চতর শিক্ষার পথ রুদ্ধ করা। প্রাথমিক শিক্ষার গোড়াপত্তন শক্ত হলে, মান উন্নত হলে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে মানোন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী।